52

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...07 OCT 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪ ...

১০টি থানায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ॥ ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অধীন দেশের ১০টি থানাকে মডেল থানা হিসাবে বাছাই করিয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালানো হইতেছে।

থানাগুলি হইতেছে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা; পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল, সিরাজগঞ্জ সদর, কুষ্টিয়া সদর, ফেনীর পরশুরাম; চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, বরিশালের হিজলা ও ফরিদপুর সদর।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি ভিত্তিমূল কাঠামো গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জুলাই হইতে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম চালু করা হয়। ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, নোরাড ও সিডা এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করিতেছে। '৯৬-এর ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইবে। সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হইতেছে। ৩টি কর্ম-পদ্ধতিতে এই প্রকল্পের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

১০টি থানায়

(৩য় পৃঃ পর)

কাজ আগাইতেছে। পদ্ধতিগুলি হইতেছে—চিরাচরিত কেন্দ্রভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার, সাবিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার ও এনজিও গুলির মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার।

এই কার্যক্রমে গ্রামে-গ্রামে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়া থাকে। দুই তৃতীয়াংশ কেন্দ্র পরিচালিত হয় নির্বাচিত এনজিওগুলিদ্বারা ও এক তৃতীয়াংশ কেন্দ্র সরকারীভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক স্থানে কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন করিয়া শিক্ষার্থী থাকে এবং কেন্দ্র প্রতি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকে। ১৫টি কেন্দ্রের তত্বাবধানের জন্য ১জন করিয়া সুপারভাইজার থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রতি মাসে ৪শত ও সুপারভাইজারকে এক হাজার টাকা করিয়া সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়।

প্রাক প্রাথমিক কেন্দ্রে ৪-৫ বছর বয়সের শিশুদের এক বছর মেয়াদী, মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের ২ বছর মেয়াদী, কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্রে ১১-১৪ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের ২ বছর মেয়াদী, ১৫ বছরের উর্ধে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়াও অব্যাহত শিক্ষাদান চালু রাখার জন্য গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্র কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি এবং থানা পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি আছে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণ সাবিক তত্ত্বাবধান করেন।

এই কর্মসূচীর অধীন ২২ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৪ জনকে শিক্ষাদান করা হইবে। তন্মধ্যে জুন-'৯৫ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৪২ জনকে শিক্ষাদান শেষ হইয়াছে। ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৪২ জনের শিক্ষাদান চলিতেছিল।

সরকারের পক্ষ হইতে এনজিওগুলিকে সহযোগিতা করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনায় ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য ৪টি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্বারণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। পদ্ধতিগুলি হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির হার ৯১ সালের শতকরা ৭৬ ভাগ হইতে ৯৫ ভাগে উন্নীত করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ঝরিয়া পড়ার হার শতকরা ৬০ ভাগ হইতে ৩০ ভাগে নামাইয়া আনা, বয়স্ক শিক্ষার হার '৯১ সালের শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৬২ভাগে উন্নীত করা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৭০ ভাগ হইতে ৯৪ ভাগে উন্নতী করা। এই পরিকল্পার অধীন ২০০০ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অধীন ২কোটি ৩৪ লক্ষ ৪০ হাজার নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করা হইবে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বল্পমেয়াদী সাক্ষরতা প্রদানের সাথে সাথে তাহারা যাহাতে লব্ধ শিক্ষাকে ধরিয়া রাখিতে পারে সেজন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এইজন্য পোষ্ট লিটারেসী ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইবে। ইতিমধ্যেই চালু সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অধীন ৭৩৫টি গ্রন্থাগার বা গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে।